দৈনিক খবর

তারিখ 23 JUN 1993
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

দুই বছরে ৬ মাসই বন্ধ ।। ৩০টি ছাত্র সংঘর্ষ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে—৬

● শাহজাহান আলম সাজু ও মতিউর রহমান লাল্টু ● বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের নিয়োগের পর গত দু'বছরের মধ্যে শুধুমাত্র ছাত্র সংঘর্ষ ও শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে প্রায় ৭ মাস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। উক্ত সময়ের মধ্যে ছাত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে অন্ততঃ ৩০টি, শিক্ষক ধর্মঘট হয়েছে অন্ততঃ ৩ বার। ছাত্র সংঘর্ষের ফলে ১ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্ততঃ ৫০ জন ছাত্র। সন্ত্রাসী ছাত্রদের হাতে আহত হয়েছে অন্ততঃ ১০ জন কর্মকর্তা, ১০ জন কর্মচারী এবং ১ জন শিক্ষক। সন্ত্রাসী ছাত্রদের বিভিন্ন হুমকি এবং লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন অন্ততঃ ১০ জন শিক্ষক।

উক্ত প্রতিবেদকের দীর্ঘ সরেজমিন রিপোর্টে দেখা গেছে, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকে দুইটি বিশেষ ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে তাদের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বিশেষ করে ইসলামী ছাত্র শিবির বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের একক আধিপত্য বিস্তারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। আর তারই ফলশ্রুতিতেই ক্যাম্পাসে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের ওপর শিবিরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালায়। ফলে সংঘটিত হয় রক্তাক্ত ছাত্র সংঘর্ষ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দু'বছরে যে কয়টি ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে সব কয়টিরই একটি পক্ষ হচ্ছে ছাত্র শিবির। এ পর্যন্ত যে সব ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ছাত্র শিবির–ছাত্রলীগ, শিবির–জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, শিবির– ছাত্র মৈত্রী, শিবির– সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। ফলে দেখা গেছে, প্রত্যেকটি ছাত্র সংঘর্ষের মূলে রয়েছে ছাত্র শিবির।

ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েক করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, শিবিরের সন্ত্রাসীরা দু'টি আবাসিক হলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। শিবিরের সন্ত্রাসীরা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের নেতা–কর্মীদের অস্ত্রের মুখে হল থেকে বের করে দিয়েছে। শিবিরের সন্ত্রাসীরা বহিরাগতসহ মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হলে অবস্থান করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিক পালন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অবশ্য ইতিপূর্বে হলে তল্লাশী চালিয়ে শিবিরের সন্ত্রাসীদের কক্ষ থেকে এলএমজি, কাটা রাইফেলসহ বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে। ফলে সন্ত্রাসীরা আরো বেপরোয়া হয়েউঠে।

শিবিরের সন্ত্রাসীরা শুধুমাত্র ছাত্র সংগঠনের নেতা–কর্মীদেরকেই নয় এখন তারা বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীদেরকেও বিভিন্ন হুমকি, ভয়–ভীতি প্রদর্শন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটারের কর্মীদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। ইতিমধ্যেই শিবিরের সন্ত্রাসীরা থিয়েটারের কয়েকজন মহিলা কর্মীসহ অন্যান্য কয়েকজন কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নাটক এবং সংগীত চর্চা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে। অন্যথায় তাদের হত্যা করারও হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, শিক্ষক ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের প্রত্যক্ষ মদদেই ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বিশেষ করে কতিপয় শিক্ষক ও কর্মকর্তা শিবিরের সন্ত্রাসীদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করছেন বলে জানা গেছে। যে সমস্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপাচার্যের প্যানেলভুক্ত বলে ক্যাম্পাসে পরিচিত তারাই শিবিরের সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়াগেছে।

শিবিরের কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং বিভিন্ন মামলার গেজেট করা আসামীরা নির্বিঘ্নে হলে অবস্থান করছে অথচ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ছাত্রদলসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা–কর্মীরা, শিবিরের বিভিন্ন মিথ্যা মামলার আসামীরা পুলিশী নির্যাতনে ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে পারছেন না বলে জানা গেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রশাসনকে চাপ দিয়ে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রামের বাড়ীতে ফ্রোকী পরোয়ানা পাঠিয়ে তাদের অভিভাবকদের হয়রানি করাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ভার্সিটি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেধাবী ছাত্রনেতা আফসার আলীকে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করিয়েছেন বলে জানা গেছে। আবসার আলীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে চরম অসন্তোষ এবং উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় খুললেই ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত ও অচলাবস্থা দেখা দেয়ারআশংকারয়েছে।